নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় নেত্রকোণা সদর উপজেলার ২০২২-২৩ অর্থবছরে রবি মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদন

কর্মপরিকল্পনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা

ভূমিকা

ঢাকা থেকে ১৬০ কি.মি. দূরবর্তী নেত্রকোণা সদর উপজেলা বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার একটি প্রশাসনিক এলাকা। ৩৩২.৯৭ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই উপজেলার উত্তরে দূর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা,দক্ষিণে কেন্দুয়া উপজেলা ও গৌরীপুর উপজেলা,পূর্বে বারহাট্টা উপজেলা ও আটপাড়া উপজেলা পশ্চিমে পূর্বধলা উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। এ উপজেলাটি প্রায় ২৪০৪৭ থেকে ২৪০৫৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০৩৮/ থেকে ৯০০৫০/ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। নেত্রকোণা থানা গঠিত হয় ১৮৭৪ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। উপজেলাটি দুইটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের (এইজেড) অর্ন্তভূক্ত, অঞ্চল দুটি হচ্ছে ৯ (পুরাতন ব্রক্ষপূত্র প্লাবণ ভূমি) ৯৫% ও ২২ (উত্তর পূর্ব পাদ ভূমি) ৫%। ১২টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা এবং ৩৩৪ টি গ্রাম নিয়ে এই উপজেলা গঠিত, লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৭২,৭৮৫ জন। লোকসংখ্যার অধিকাংশই কৃষি নির্ভর হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারনে এখানে এখন পর্যন্ত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি পুরোপুরি বিস্তার লাভ করেনি। শাক সবজি উৎপাদনের দিক থেকে এই উপজেলা পিছিয়ে থাকলেও বর্তমানে উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে হাইব্রিড শসাসহ বিভিন্ন ধরণের শাক সবজি উৎপাদিত হচ্ছে যা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন্ স্থানে বিক্রয় হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সার্বিক সহায়তায় তৈরীকৃত এই প্রতিবেদনটি নেত্রকোণা সদর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরবে বলে আশা করা রায়।

উপজলোর সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান (২০২২)

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা
১	মোট এলাকা (হেঃ)	৩৩২১৭
২	মোট এলাকা (বঃ কিঃ মিঃ)	৩৩২.১৭
৩	পৌরসভার সংখ্যা	১
৪	ইউনিয়নের সংখ্যা	১২
৫	মৌজার সংখ্যা	২৭৪
৬	গ্রামের সংখ্যা	৩৩৪
৭	কৃষি ব্লকের সংখ্যা	৩৭
৮	জনসংখ্যা	৩৭২৭৮৫
৯	পুরুষ	১৮৭০৫৬
১০	মহিলা	১৮৫৭২৯
১১	মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৫৯৩৯৬
১২	কৃষক শ্রেণী (সংখ্যা): ক) ভূমিহীন	১৬২২০
	খ) প্রান্তিক	১১৫৮০
	গ) ক্ষুদ্র	১৫৬০০
	ঘ) মাঝারী	৮৬৬০
	ঙ) বড়	২৫৫০
১৩	মোট জমি (হেঃ)	৩৩২১৭
১৪	স্থায়ী পতিত জমি (হেঃ)	৫
১৫	অস্থায়ী পতিত জমি (হেঃ)	৫৬২
১৬	বনভূমি (হেঃ)	২২০৯
১৭	জলাশয় (নদী, নালা, খাল, বিল)	৩৫৮৭
১৮	চারণ ভূমি (হেঃ)	৩৫৮৯
১৯	নীট আবাদী জমি (হেঃ)	২৩২৬৫
২০	এক ফসলী জমি (হেঃ)	১৫০০
২১	দুই ফসলী জমি (হেঃ)	২০২৬৫
২২	তিন ফসলী জমি (হেঃ)	১৫০০
২৩	চার ফসলী জমি (হেঃ)	০
২৪	মোট ফসলী জমি (হেঃ)	৪৬৫৩০
২৫	ফসলের নিবিড়তা (%)	২০০
২৬	উচুঁ জমি (%)	১৯.২৭
২৭	মধ্যম উচুঁ জমি (%)	৪৫.৫০
২৮	মধ্যম নীচু জমি (%)	২৫.৯০
২৯	নীচু জমি (%)	৯.৩৩
৩০	বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	২৪২৫
৩১	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	৩৮
৩২	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	৭
৩৩	বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা	১৮
৩৪	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা	১১৭
৩৫	বিএডিসি সার ডিলারের সংখ্যা	২১
৩৬	বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা	২২
৩৭	পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর	১০

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা
৩৯	নার্সারীর সংখ্যা: ক) সরকারী	২
	খ) বেসরকারী	৪৫
৪০	মোট খাদ্য শস্য চাহিদা (মেঃ টঃ) (৪৪২ গ্রাম/জন/দিন)	৬০১৪১
৪১	মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মেঃ টঃ)	১৪৫২৪৫
৪২	খাদ্য শস্য উদ্বৃত্ত (+) (মেঃ টঃ)	+ ৮৪৮০৩
৪৩	মোট শাকসবজির চাহিদা (মেঃ টন) (২০০ গ্রাম/জন/দিন)	২৭২১৩
৪৪	মোট শাকসবজি উৎপাদন (মেঃ টন)	৩৬৬৪১
৪৫	শাকসবজি উদ্বৃত্ত (+) (মেঃ টঃ)	+ ৯৪২৮
৪৬	মোট ফলের চাহিদা (মেঃ টন) (১০০ গ্রাম/জন/দিন)	১৩৬০৬
৪৭	মোট ফলের উৎপাদন (মেঃ টন)	৩০২৫০
৪৮	ফল উদ্বৃত্ত (+) মেঃ টন	+ ১৬৬৪৪
৪৯	প্রধান ৫টি শস্য বিন্যাস	
	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৮২.৫৩%
	বোরো-পতিত-পতিত	৬.৩৪%
	সরিষা,বোরো-পতিত-রোপাআমন	৩.৬৫%
	সবজি,বোরো-পতিত-রোপাআমন	২.৬৪%
	সবজি-সবজি-সবজি	১.৬৮%
৫০	মাটির বুনটের ধরনঃ	
	ক) বেলে মাটি	-
	খ) দোঁয়াশ মাটি	১৯৮০৭
	গ) এটেল মাটি	৪৯৬৮
	ঘ) পলি মাটি	-
৫১	কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এইজেড)	৯,২২
৫২	সয়েল মিনিল্যাব এর সংখ্যা	৩
৫৩	গুটি ইউরিয়া তৈরীর সংখ্যা (ব্রিকোয়েট মেশিন)	৯
৫৪	ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে ঋঅঅঙ অফিসের সংখ্যা	৪
৫৫	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা	৩৭
৫৬	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা	৬৫
৫৭	আইসিএম ক্লাবের সংখ্যা	৫৫
৫৮	আইএফএমসি ক্লাবের সংখ্যা	২
৫৯	চাষী সংগঠন বা গ্রুপ সংখ্যা	২৪
৬০	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	৭
৬১	সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যাঃ	
	ক) গভীর নলকূপ	৪০
	খ) অগভীর নলকূপ	৫৯৫৩
	গ) এলএলপি	২৭৫
	ঘ) অন্যান্য	১৩৫
৬২	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)	২২০২৫
৬৩	সেচকৃত জমির হার (%)	৯৪.৬০%

	সংখ্যা	
৩৮	খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা	২৭০

নেত্রকোণা সদর উপজেলার শস্য বিন্যাস (২০২১-২২)

ক্রঃ নং	শস্য বিন্যাস	শস্য বিন্যাসের অধীন জমির পরিমাণ (হেঃ)	শতকরা হার (%)
০১	বোরো-পতিত-রোপাআমন	১৯২০০	৮২.৫৩
০২	বোরো-পতিত-পতিত	১৪৭৫	৬.৩৪
০৩	সরিষা ,বোরো-পতিত-রোপাআমন	৮৫০	৩.৬৫
০৪	সবজি ,বোরো-পতিত-রোপাআমন	৬১৫	২.৬৪
০৫	সবজি-সবজি-সবজি	৩৯০	১.৬৮
০৬	চীনাবাদাম/মিষ্টিআলু/ভূট্টা	২৫	০.১১
০৭	বোরো-আউশ-আমন	৪০	০.১৭
০৮	সবজি-পাট-রোপাআমন	৩৩০	১.৪২
০৯	গম-পাট/আউশ-রোপাআমন	৬০	০.২৬
১০	আলু-সবজি-সবজি	২৪০	১.০৩
১১	অন্যান্য	৪০	০.১৭
	মোট=	২৩২৬৫	১০০

এক ফসলী- **১৫০০ হেঃ**
দুই ফসলী- **২০২৬৫ হেঃ**
তিন ফসলী- **১৫০০ হেঃ**
চার ফসলী- **০ হেঃ**
মোট ফসলী জমি- **৪৬৫৩০ হেঃ**
নীট ফসলী জমি- **২৩২৬৫ হেঃ**
ফসলের নিবিড়তা- **২০০%**

উপজেলার বিশেষ বিশেষ কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা সমূহ এবং উত্তোরনের গৃহিত ব্যবস্থা (সুপারিশসহ) :

❖ **কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা সমূহ :**

ক) অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে আগাম বন্যা।

খ) আদর্শ বীজতলা তৈরীতে কৃষকের অনিহা।

গ) বিদ্যুৎ ঘাটতিতে সেচ র্কাযক্রম ব্যাহত।

ঘ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব।

ঙ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব।

চ) কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ছ) বৈরী আবহাওয়া।

জ) উৎপন্ন ফসলের সংরক্ষণ ও মজুদ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা।

❖ **উত্তোরনের গৃহিত ব্যবস্থা (সুপারিশসহ) :**

ক) আগাম সর্তকীকরণ ও বন্যাত্তোর পূর্নবাসন কার্যক্রম গ্রহন।

খ) আদর্শ বীজতলা তৈরীতে কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ।

গ) ফসল কর্তনের সময় ধান চাল সরকারী ভাবে ক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহন।

ঘ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের বিকাশ ঘটাতে হবে প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে।

ঙ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে।

চ) আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য তাৎক্ষনিক কৃষকের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

উপজেলার সম্ভাবনা সমূহ:

ক) গ্রীষ্মকালীন টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি।

খ) আউশের আবাদ বৃদ্ধি।

গ) ভাসমান বেডে সবজি চাষ বৃদ্ধি।

ঘ) সরিষার আবাদ বৃদ্ধি।

ঙ) ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি।

উপজেলার উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করনের সুবিধা, অসুবিধা ও সম্ভাবনার বিবরণ:

উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করনের সুবিধা :

ক) উৎপাদনকারী কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে।

খ) বাজারে সব ধরনের ফসলের প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে।

গ) কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ বাড়বে।

কৃষি পণ্য বাজারজাত করনের অসুবিধা :

ক) কৃষি পণ্য বিক্রয়ের পাইকারী বাজারের অভাব।

খ) সঠিক সময়ে যানবাহন প্রাপ্তির অভাব।

গ) পাকা রাস্তার অভাব। ঘ) কৃষি পণ্য সংরক্ষণের অভাব।

কৃষি পণ্য বাজারজাত করনের সম্ভাবনা :

ক) ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি

খ) নতুন নতুন ফসল উৎপাদনে আগ্রহ বৃদ্ধি

গ) কৃষি খামার তৈরী

ঘ) পাইকারী বাজার বৃদ্ধি

উপজেলার উপযোগী অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের বিশেষ পরিকল্পনা;

ক) নতুন জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা।

খ) এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী এবং দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রুপান্তর করা।

গ) পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা।

ঘ) বীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধন নবায়ন করা।

ঙ) খেজুর এবং তাল বীজ রোপন ।

চ) আধুনিক কৃষি চাষে কৃষকদের আগ্রহী করার জন্য উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করা।

ছ) সুষম সার ব্যবহার করা।

জ) আইপিএম পদ্ধতি অনুসরণ।

ঝ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

ঞ) আইলে সব্জী চাষ

ট) জমিতে জৈব ও সবুজ সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

উপজেলার কৃষি উন্নয়নে গৃহিত কর্মসূচী :

ক) কৃষকগণকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) বীজ উৎপাদন খামার তৈরী করে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা।

ঘ) ভর্তূকী মূল্যে কৃষকদের নিকট আধুনিক কৃষি উপকরণাদি সরবরাহ করা।

ঙ) স্বল্পসূদে বা বিনাসূদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের পুঁজি সৃষ্টি করা।

চ) কৃষকগণ যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ছ) হিমাগারের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

ঝ) তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের সাথে যোগাযোগের জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের যানবাহনের ব্যবস্থা করা

উপসংহার :

নেত্রকোণা সদর উপজেলা বিনা, বারি, ব্রি সহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থার কৃষি ও কৃষকদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অবহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান সুষম সার ব্যবহার, এলসিসি ব্যবহার, বোরো জমিতে পর্যায় ক্রমে পানির অপচয়রোধে ভিজানো ও শুকনা প্রযুক্তি প্রয়োগ ও সেচ খরচ কমানো, সমন্বিত বালাই দমন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিনিময় করে বীজ সহজলভ্য করা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলছে। কৃষি সংক্রান্ত নানারকম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অত্র উপজেলার কৃষি অফিস কাজ করে যাচ্ছে এবং এর আলোকেই আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের রবি মৌসুমের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।